**উপস্থিত:**
**বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম**
**এবং**
**বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান**

**ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-১৫৭২/২০১৯**

**সঙ্গে**

**ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-১৮৯৮(স্যুয়-মটো)/২০১৯**

**মোঃ নাজমুল হুদা ওরফে নাজমুর হুদা**
........সংবাদদাতা-দরখাস্তকারী।

বনাম

রাষ্ট্র এবং অন্য
.........প্রতিপক্ষগণ।

জনাব মোহাম্মদ হোসেন, অ্যাডভোকেট
........দরখাস্তকারীর পক্ষে।

জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস মৌদুদা বেগম, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস হাসিনা মমতাজ, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস শাহানা পারভীন, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
.........প্রতিপক্ষ নং-১ এর পক্ষে।

জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব মোঃ রবিউল আলম (বুদু), অ্যাডভোকেট
.........প্রতিপক্ষ নং-২ এর পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২১/০৮/২০১৯; ০৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
রায়ের তারিখ ঃ ২৯/০৮/২০১৯; ১৪ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

**বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম**

সংবাদদাতা-দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ এবং ৪৩৫ মতে দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ফৌজদারী রিভিশন নং-১৫৭২/২০১৯ মামলার রুলটি প্রতিপক্ষগণের উপর জারি করে এই মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হয় যে, কেন নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক দায়রা মামলা নং-৯৩/২০১৮-এ প্রদত্ত ১০/০৬/২০১৯ইং তারিখের আদেশ, যার দ্বারা ফৌজাদরী কার্যবিধির ধারা ২৬৫সি অনুসারে আনীত দরখাস্ত মঞ্জুরক্রমে প্রতিপক্ষ নং-২ কে মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, রহিত/বাতিল করা হবে না বা অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।

রুলটি ইস্যুর সময়ে প্রতিপক্ষ নং-২ কে ২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়া হয়।

অত্র আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ নং-২ ০৭/০৭/২০১৯ইং তারিখে নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ দায়রা জজ (ভারপ্রাপ্ত) তাঁকে জামিন প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে অত্র আদালত ৩০/০৭/২০১৯ইং তারিখে স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে স্যুয়-মটো রুল এই মর্মে জারী করে যে, প্রতিপক্ষ নং-২ কে প্রদত্ত জামিন কেন বাতিল করা হবে না বা অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।

ফৌজদারী রুলটি জারীর সময়ে অত্র আদালত প্রাথমিকভাবে অভিমত ব্যক্ত করে যে,

> "তর্কিত আদেশ পর্যালোচনায় প্রাথমিক ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিজ্ঞ দায়রা জজ, নড়াইল এজাহার ও অভিযোগপত্রে আসামীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, যা ময়না তদন্ত প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত, আসামী কর্তৃক দাখিলকৃত আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়তের কাগজাদি/বক্তব্য (defence materials/plea) বিবেচনায় নিয়ে আসামীকে অভিযোগ গঠন পর্যায়ে মামলা হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়তের কাগজাদি বিবেচনায় নিয়ে অভিযোগ গঠন পর্যায়ে আসামীকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান কোন ভাবেই আইন সংগত নয় এবং প্রচলিত আইন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আইনি নীতির (Legal Proposition) সুস্পষ্ট লংঘন। একজন দায়রা জজের নিকট এ ধরনের আদেশ প্রত্যাশিত নয়।"

উপরোক্ত অভিমত বিবেচনায় নিয়ে অত্র আদালত নড়াইল-এর বিজ্ঞ দায়রা জজ জনাব শেখ আব্দুল আহাদ-কে 'প্রতিপক্ষ নং-২ কে আইন বহির্ভূত ভাবে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করায় কেন তাঁর বিচারিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হবে না'- তা অত্র আদালতকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় রুল একত্রে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং একই রায়ের মাধ্যমে রুল দুটি নিষ্পত্তি করা হলো।

রুল দু'টি নিষ্পত্তির স্বার্থে নিন্মোক্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সমূহ বিবৃত করা আবশ্যকঃ

বর্তমান দরখাস্তকারী সংবাদদাতা হিসেবে ১১/০২/২০১৫ইং তারিখ তাঁর ভাই এনামুল শেখের হত্যার বিষয়ে প্রতিপক্ষ নং-২ সহ সর্বমোট ৬৮ জনের নাম উল্লেখে নড়াইল জেলার কালিয়া থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন, যা কালিয়া থানার মামলা নং-০৫ তাং-১১/০২/২০১৫ইং; দন্ডবিধির ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭ /৩০২/৩৪/১১৪ হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয় যে, ১০/০২/২০১৫ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৮.০০ ঘটিকার সময় এজাহার নামীয় সকল আসামীগণ বন্ধুক, শর্টগান, পাইপ গান, রিভলবার, ছ্যান দা, ভেলা, সড়কী, চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি লোহার রড, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি মারনাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনীভাবে সংগঠিত হয়ে বড় নাল বাজারের পশ্চিম উত্তর পার্শ্বে চন্ডিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তায় সংবাদদাতা ও তাঁর ছোট দুই ভাই সহ তাঁর পক্ষের লোকজনের উপর আক্রমণ করে। আসামী খায়রুল শেখ এক নালা বন্ধুক দিয়ে গুলি করে সংবাদদাতার ছোট ভাই এনামুলের বুকের বাম পার্শ্বে, বাম কাধে ও বাম বাহুর গোড়ায় গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম করে। ভিকটিম এনামুল মাটিতে পড়ে গেলে আসামী মনিরুল ইসলাম রিভলবার দিয়ে এনামুলের বাম কানের গোড়ায় গুলি করে, যা বাম কানে সোজা প্রবেশ করে ডান কানের গোড়া দিয়ে বেরিয়ে যায়। আসামী মাঝহারুল ইসলাম মাঝা (বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২) পাইপ গান দিয়ে ভিকটিম এনামুলের বুকের বাম পার্শ্বে এবং বাম স্তনের উপরে গুলি করে রক্তাক্ত জখম করে এনামুলের মৃত্যু নিশ্চিত করে। ভিকটিম এনামুল বি.এল. কলেজে মাস্টার্সের ফাইন বর্ষের ছাত্র ছিল। অন্যান্য আসামীরা বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সংবাদদাতার পক্ষের অন্যান্য লোকজনকে আক্রমণ করে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে।

পুলিশ মামলার তদন্ত শেষে বিগত ৩০/০১/২০১৭ইং তারিখে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২ সহ সর্বমোট ৬৮ জনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ধারা

১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১১৪ অনুসারে অভিযোগপত্র দাখিল করে। মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য মামলার নথি (record) নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করা হয়, যা দায়রা মামলা নং-৯৩/২০১৮ হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২ আসামী মল্লিক ইসলাম মাঝহারুল ওরফে মাঝা ২৯/১১/২০১৮ইং তারিখে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, নড়াইল আদালতে স্বেচ্ছায় হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ দায়রা জজ ঐ তারিখেই তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

আদালত কর্তৃক চার্জ গঠনের দিন ধার্য্য হলে বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারা অনুসারে মামলা হতে অব্যাহতির জন্য আবেদন করেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ, নড়াইল ১০/০৬/২০১৯ইং তারিখের তর্কিত আদেশে উক্ত অব্যাহতির দরখাস্তটি মঞ্জুরক্রমে বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২ কে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ আদেশে উল্লেখ করেনঃ-

> "শুনানীকালে জানা যায়- আসামী মল্লিক মাঝহারুল ইসলাম @ মাঝা ইং ০৯.০২.১৫ তারিখ হতে ইং ১২.০২.১৫ তারিখ পর্যন্ত ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিল এবং সে এন.এস.আই-র একজন কর্মকর্তাও বটে।
>
> মামলার ঘটনা ইং ১০.০২.১৫ তারিখ সকাল ৮.০০ ঘটিকায়। কিন্তু এফ.আই.আর রুজু করা হয়েছে ইং ১১.০২.১৫ তারিখ ১১.১৫ ঘটিকায় যা ২৭ ঘন্টা ১৫ মিনিট পরে। অথচ কম্পিউটারে কম্পোজকৃত ০৫ পৃষ্ঠার লিখিত এজাহারে উক্ত বিলম্বের গ্রহনযোগ্য ও আইন সম্মত কারণ উল্লেখ নেই।
>
> ঘটনার সময় এবং তার পরেও আসামি মাঝা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল এবং সে বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তাও

বটে। তাকে আসামী শ্রেনীভুক্ত করা হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই আসামি, শ্রেনীভুক্ত করা হয়েছে অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে।

উপযুক্ত পর্যালোচনায় আসামি মল্লিক মাঝহারুল ইসলাম @ মাঝার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মত সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকায় তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা যৌক্তিক ও আইন সম্মত মর্মে বিবেচিত হয়।"

রুলটির সমর্থনে সংবাদদাতা-দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ হোসেন নিবেদন করেন যে, এজাহার ও চার্জশীটে বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২ এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্বেও, যা ময়না তদন্ত ও সুরতহাল প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত, বিজ্ঞ দায়রা জজ তাঁকে মামলা হতে অব্যাহতি দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন, যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং বেআইনী।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ নং-২ এর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন এবং জনাব রবিউল আলম (বুদু) তর্কিত আদেশটি সমর্থন করে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ দায়রা জজ মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শ্রবনান্তে সঠিকভাবে তর্কিত আদেশটি প্রদান করেছেন; এক্ষেত্রে আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি এবং আদেশটি আইন সংগত।

আদালত, প্রতিপক্ষ নং-২ এর বিজ্ঞ আইনজীবী এবং রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যার্টর্নি জেনারেল মোঃ সারওয়ার হোসেন এর নিকট জানতে চান যে,

**এক.** চার্জ গঠন পর্যায়ে আসামী কর্তৃক দাখিলকৃত আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়তের কাগজাদি বা বক্তব্য এবং

**দুই.** আসামীর পদমর্যাদা/পেশা অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা/সদস্য বিবেচনায় নিয়ে আসামীকে অব্যাহতি দেয়ার আইনগত কোন সুযোগ আছে কি না এবং এ সংক্রান্তে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বা উপমহাদেশের অন্যকোন উচ্চতর আদালতের কোন সিদ্ধান্ত আছে কি না।

উপরোক্ত বিষয়ে রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রতিপক্ষ নং-২ এর বিজ্ঞ আইনজীবীগণের নিকট হতে যথাযথ কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি বরং তাঁরা নিশ্চুপ ছিলেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য, এজাহার, অভিযোগপত্র, তর্কিত আদেশসহ আদালতে উপস্থাপিত অন্যান্য কাগজাদি পর্যালোচনা করা হলো।

আমরা তর্কিত আদেশটি এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬৫সি এর বিধান নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেছি। তর্কিত আদেশটি সাধারন পাঠেই এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ দায়রা জজ প্রতিপক্ষ নং-২ কর্তৃক দাখিলকৃত ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬৫সি এর অব্যাহতি প্রদানের দরখাস্তটি মঞ্জুর করে তাঁকে মামলা হতে অব্যাহতি দিয়েছেন মূলত আত্মপক্ষ সমর্থনের কৈফিয়তের কাগজাদি/বক্তব্য (defence materials/plea) বিবেচনায় নিয়ে; যথাঃ

**এক.** সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার কারনে ঘটনার দিন ও সময়ে প্রতিপক্ষ নং-২ গোপালগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল;

**দুই.** এজাহার দায়েরে ২৭ ঘন্টা ১৫ মিনিট বিলম্ব হয়েছিল; এবং

**তিন.** প্রতিপক্ষ নং-২ একজন সরকারী কর্মকর্তা।

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬৫সি নিম্নরুপঃ

"265C. Discharge.-If, upon `consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the Court considers that there is no sufficient grounds for proceeding against the accused, it shall discharge the

accused and record the reasons for so doing.”

আইনের উপরোক্ত বিধানটি নিখুঁতভাবে (meticulously) পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগপত্র (চার্জ শীট) দাখিল হলেও আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি এর বিধান অনুযায়ী তখনই একজন আসামীকে মামলা হতে অব্যাহতি দিতে পারবেন যদি মামলার নথি (রেকর্ড) এবং তৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজাদি (documents submitted therewith) হতে প্রাথমিক দৃষ্টিতেই যদি দেখা যায় যে, ঐ আসামীর বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত কোন উপাদান (sufficient grounds for proceeding) নেই। আসামী পক্ষ শুধুমাত্র মামলার নথি এবং তৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজাদির উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে অধিকারী। এ পর্যায়ে আসামীর দাখিলকৃত আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়তের কাগজাদি বা বক্তব্য কিংবা আসামীর পেশা, পদবী বা অবস্থা (status) বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই।

মামলার এজাহারে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ নং-২ মাঝহারুল ইসলাম ওরফে মাঝা পাইপ গান দিয়ে খুন করার জন্য এনামুল এর বুকের বাম পার্শ্বের বাম স্তনের বাম পার্শ্বে দুইটা ও বাম স্তনের উপরে একটি গুলি করে রক্তাক্ত জখম করে এনামুলের মৃত্যু নিশ্চিত করে।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসামী বুলু মল্লিকের হুকুমে আসামী খায়রুল, মনিরুল, মাঝহারুল ইসলাম মাঝা (বর্তমান প্রতিপক্ষ নং-২), অরিজ মল্লিক বাদীর ভাই এনামুলকে লক্ষ্য করে গুলি করে, উক্ত গুলিতে ঘটনাস্থলেই এনামুল মারা যায়।

সুরতহাল প্রতিবেদনে বর্ননা করা হয়েছে যে, ‘বাম হাতের উপরে গুলির চিহ্ন, বাম বুকের দুধের উপর ০১টি গুলির চিহ্ন। বাম বুকের দুধের নিচে ০১টি গুলির চিহ্ন, ডান হাতে গুলি, ডান বুকে ০১টি গুলির চিহ্ন, বাম ঘাড়ে ০১টি গুলি দেখা যায়।

ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত জখমসমূহের প্রাথমিক সমর্থন পাওয়া যায়।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাক্ষী ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ অনুযায়ী প্রদত্ত জবানবন্দীতেও প্রতিপক্ষ নং-২ মাঝহারুল ইসলাম মাঝা-এর হাতে অস্ত্র থাকা এবং ভিকটিম এনামুলকে গুলি করার বিষয়ে বর্ননা করেছেন।

আমাদের আপীল বিভাগ মোঃ লোকমান ওরফে লোকমান বনাম রাষ্ট্র, ৬৩ ডিএলআর, পৃষ্ঠা ১৫৬; বাংলাদেশ বনাম প্রান চন্দ্র বারই, ১৯৮৬ বিসিআর, পৃষ্ঠা ২২৫; তাহের হোসেন রুশদি বনাম রাষ্ট্র ৭, এমএলআর পৃষ্ঠা-৭; রাষ্ট্র বনাম খন্দকার মোঃ মনিরুজ্জামান, ১৭ বিএলডি, পৃষ্ঠা ৫৪; লতিফা আখতার গং বনাম রাষ্ট্র; ১৯ বিএলডি, পৃষ্ঠা-২০, মামলা সমূহে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬৫সি এর অন্তর্নিহিত ভাবার্থ বা সারমর্ম (purport) এবং সুযোগ বা পরিধি (scope) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও অভিমত প্রদান করেছে। উপরোক্ত নজিরসমূহ নিবিড় ভাবে পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এজাহার বা অভিযোগপত্রে আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেই যেমন যান্ত্রিকভাবে অভিযোগ গঠন করা সমীচীন নয়, তেমনি কোন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক/আপাত যথার্থতা থাকলে (prima facie case) অভিযোগ গঠন পর্যায়ে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। অভিযোগ গঠন পর্যায়ে আসামীর বিরুদ্ধে আনিত আপাতদৃষ্ট অভিযোগটি সত্য কিংবা মিথ্যা তা নির্ধারণ করার সুযোগ নেই; সেটি নির্ধারণ হবে বিচার প্রক্রিয়ার শেষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে।

লোকমান বনাম রাষ্ট্র মামলায় আপীল বিভাগ অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, 'the accused has no scope to have any shelter under section 265C of the code since a prima facie case has already been disclosed against him.'

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আরো উল্লেখ করা সংগত হবে যে, একজন অভিযুক্ত তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য বা কাগজাদি দাখিল করার আইনগতভাবে অধিকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪২ অনুযায়ী তাঁকে পরীক্ষার সময়ে, তার পূর্বে নয়। সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০৬ অনুযায়ী আসামী যদি অপরাধের অভিযোগ হতে রেহাই বা দায়মুক্তি পেতে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না বা অন্য কোন বিশেষ অজুহাতে রেহাই পাওয়ার দাবী (alibi) বা তাঁর জ্ঞাত বিশেষ কোন তথ্য (any fact is

especially within the knowledge) আদালতে উপস্থাপন করেন বা করাতে চান, তা হলে ঐ বিশেষ বিষয়টি প্রমানের দায়িত্ব তাঁর উপরেই বর্তাবে।

'ঘটনার দিন ও সময়ে প্রতিপক্ষ নং-২ সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপালগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন'-তাঁর এই 'অজুহাত' বা 'দাবী' আইন অনুযায়ী তাঁকেই প্রমান করতে হবে। এই 'অজুহাত' বা 'দাবী' অভিযোগ গঠন পর্যায়ে বিবেচনায় নিয়ে কোন অভিযুক্তকে মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের সুচিন্তিত ও দ্বিধাহীন অভিমত এই যে, বিজ্ঞ দায়রা জজ প্রতিপক্ষ নং-২-আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনে কাগজাদি/বক্তব্য এবং পেশাগত অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে চার্জ গঠন পর্যায়ে মামলা হতে অব্যাহতি দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন, যা বে-আইনী এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

বিজ্ঞ দায়রা জজ, নড়াইল ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার দরখাস্তটি নিষ্পত্তির সময়ে মামলার এজাহার, অভিযোগপত্র, সাক্ষীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১ অনুসারে প্রদত্ত জবানবন্দীসমূহ, সুরতহাল ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন অর্থ্যাৎ মামলার নথি ও তদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত কাগজাদি আদৌ বিবেচনায় না নিয়ে শুধুমাত্র আসামী পক্ষের আত্মসমর্থনের কাগজাদি/বক্তব্য এবং পেশাগত অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে প্রতিপক্ষ নং-২ কে মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টি আমাদের কাছে শুধু বিস্ময়করই মনে হয়নি বরং বিজ্ঞ দায়রা জজের দায়রা মামলা পরিচালনার যোগ্যতা এবং ফৌজদারী আইন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও ধারনা সম্পর্কে যুক্তিসংগত সন্দেহের (reasonable suspicion) সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়টি মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর ও দুর্ভাগ্যজনক হবে যে, একজন দায়রা জজ-এর ফৌজদারী আইন বিশেষতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬৫সি এর অন্তর্নিহিত সারমর্ম বা উদ্দেশ্য (purport/sprit) এবং পরিধি বা সুযোগ (scope) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা নেই। আর বিজ্ঞ বিচারক আইন জেনে বুঝে যদি তর্কিত আদেশটি দিয়ে থাকেন তা হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তিনি 'অন্য কোন কারনে' উক্ত আদেশ প্রচার করেছেন, যার ব্যাখ্যা শুধু তিনিই দিতে পারবেন।

বিষয়টি যাই হোক না কেন, ধারনার বশবর্তি হয়ে এ পর্যায়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত প্রদান সংগত হবে না বিধায় কোন ধরনের চুড়ান্ত মন্তব্য প্রদানে বিরত থাকা হলো।

তবে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সাময়িক ভাবে হলেও নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ জনাব শেখ আব্দুল আহাদের দায়রা মামলা সংক্রান্ত বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ স্থগিত করা প্রয়োজন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বর্তমান মামলার এজাহার ১১/০২/২০১৫ইং তারিখে প্রতিপক্ষ নং-২ সহ ৬৮ জনের নাম উল্লেখে দায়ের করা হয়। অভিযোগপত্র দাখিল হয় ৩০/০১/২০১৭ইং তারিখে। প্রতিপক্ষ নং-২ সহ অন্যান্য পলাতক আসামীগণকে হাজির হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপন দেয়া সহ মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত পূর্বক নড়াইল দায়রা জজ আদালতে মামলার নথি পাঠানো হলে বিজ্ঞ জেলা জজ ২২/০২/২০১৮ইং তারিখে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষ নং-২ দীর্ঘ দিন পর ২৯/১১/২০১৮ইং তারিখে অর্থাৎ এজাহার দাখিলের প্রায় ০৩ বৎসর ০৯ মাস পর নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ঐ দিনেই জামিন লাভে সক্ষম হন। একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হয়েও পত্রিকায় হাজির হওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে দীর্ঘ দিন পলাতক, কিন্তু চাকুরীতে কর্মরত থাকার পর জেলা ও দায়রা জজ আদালত হতে প্রতিপক্ষ নং-২ এর আত্মসমর্পণের পর তাৎক্ষনিকভাবে জামিন লাভের বিষয়টিও আমাদের কাছে অস্বাভাবিক (unusual) মনে হয়েছে, যাতে সংগত কারনেই অনেক প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে।

অত্র আদালত কর্তৃক কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ জনাব শেখ আবদুল আহাদ লিখিত ভাবে একটি জবাব প্রদান করেন, যা নিম্নোরুপঃ

> "তৎমর্মে বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, উক্ত মামলায় ইং ১০/০৬/২০১৯ তারিখ উভয় পক্ষের শুনানী ও নথি পর্যালোচনায় ১৭নং আদেশ প্রদান করা হয়।

উক্ত আদেশটি সঠিকভাবে প্রচারিত হয়নি এবং তা আইন সংগতও নয় এবং আইনি নীতির সুস্পষ্ট লংঘন মর্মে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ সদয় হয়ে আদেশ দিয়েছেন।

উক্ত ভুলের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থী। ভবিষ্যতে এরূপ ভুল না করার জন্য সতর্ক থাকবো।"

উপরোক্ত জবাবটির সাধারন পাঠে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে, যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ তর্কিত আদেশটি সঠিকভাবে প্রচারিত হয়নি এবং তা আইন সংগত নয় মর্মে প্রাথমিকভাবে অভিমত দিয়েছে, সেহেতু বিজ্ঞ দায়রা জজ জনাব শেখ আবদুল আহাদ ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

আমাদের কাছে আরো মনে হয়েছে যে, বিজ্ঞ বিচারক অনিচ্ছাকৃতভাবে আইনগত ভুল করেছেন এ ধরনের কোন আত্ম-উপলব্ধি বা অনুশোচনার অবস্থান থেকে ক্ষমা চাননি; বরং মনে হচ্ছে যে, যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ ভুল ধরেছে কেবলমাত্র সে কারনেই তিনি ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

সুতরাং, সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নড়াইলের বর্তমান বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ জনাব শেখ আব্দুল আহাদকে আগামী ১(এক) বৎসরের জন্য দায়রা মামলা পরিচালনা থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন; যাতে করে এ সময়ের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারক দায়রা মামলা পরিচালনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন।

আমাদের এ অভিমত সম্পর্কে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের নিকট উত্থাপনের জন্য ১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ২। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিমত সহ ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং-১৫৭২/২০১৯-এ প্রদত্ত রুলটি নিরঙ্কুশ (Absolute) করা হলো।

নড়াইলের বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ১০/০৬/২০১৯ইং তারিখের আদেশ, যার দ্বারা প্রতিপক্ষ নং-২ কে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৬৫-সি অনুযায়ী আনিত দরখাস্তটি মঞ্জুরক্রমে মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হলো।

রায়ে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিমতের আলোকে বিজ্ঞ দায়রা জজ, নড়াইল-কে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো।

এতদ্সংগে স্বেচ্ছা প্রনোদিত (Suo-Moto) রুলটি নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ সহ নিস্পত্তি করা হলো-

নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিপক্ষ নং-২ এর জামিন বহাল থাকবে, তবে জামিনের অপব্যবহার প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট আদালত যে কোন পর্যায়ে জামিন বাতিল করতে পারবে। এছাড়াও প্রতিপক্ষ নং-২ নিম্ন আদালতে যে কোন পর্যায়ে অযৌক্তিক কারণে সময় প্রার্থনা করলে, তাঁর জামিন সরাসরি বাতিল (stand cancelled) বলে গণ্য হবে।

এই রায় ও আদেশের কপি প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত-সহ ১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং ২। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

**বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান**

আমি একমত।